R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭। ৩০শে জুন ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুর পুর রাজনীতিতে এখনও কি শেষ কথা মৃগাঙ্কই বলবেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান – এই হাওয়াতেই ভোট শেষ হয়। বামফ্রন্টের কাউন্সিলাররাও সেইভাবে মানসিক প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ বোর্ড গঠনের আগের দিন অনেক রাতে পার্টির নির্দেশ আসে – "মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে কোন মতেই আর চেয়ারম্যান করা যাবে না।" পার্টির এই নির্দেশের কথা ২০ জুন রাতে জঙ্গিপুর 'কিছুক্ষণ' লজে অবস্থানরত বাম কাউন্সিলারদের কাছে প্রকাশ করেন মৃগাঙ্ক। মোজাহারুলকে চেয়ারম্যান করার কথাও তিনি জানান। এই খবরে পার্টি কর্মী ও কাউন্সিলারদের মধ্যে ক্ষোভ এবং হতাশা নেমে আসে। বাম কাউন্সিলাররা কোন মতেই মোজাহারুলকে মেনে নিতে পারেন না। শেষে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর অনুরোধে প্রকাশ্যে কেউ বিরোধীতা না করলেও ভেতরে ভেতরে প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ। মোজাহারুল মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের একান্ত অনুগত বলেই তাকে বিকল্প হিসাবে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। এলাকার মানুষের আলোচনায় উঠে আসে – সংখ্যালঘুদের ভোটের আশায় যদি এই প্রক্রিয়া নেয়া হয় তবে তাদের এলাকার রাস্তা। জল নিকাশী ব্যবস্থা। পানীয় জলের স্বাচ্ছন্দ্য এত রুগ্ন কেন ? কেন তাদের ও.বি.সি. সারটিফিকেট পেতে ভুগতে হচ্ছে। কেন তাদের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বেকার। মণ্ডলপাড়ার একজনের ক্ষোভ – মোজাহারুল চেয়ারম্যান হয়ে নিজের পরিবারের বা (শেষ পাতায়)

কংগ্রেস থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সফর আলিকে বোর্ড গঠনের দিন সম্বর্ধনা জানালো বামফ্রন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরবোর্ডে ১৯টি ওয়ার্ডের নির্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে ৯টি, সিপিএম ৮টি এবং ফঃ ব্লক ২টি আসন পায়। ২২ জুন বোর্ড গঠনের দিন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান মনোনীত করে সুন্দরকুমার ঘোষকে। অন্যদিকে কংগ্রেস মনোনীত করে মনসুর আলিকে। ব্যালটের ভোটে ১০-৯ এ সুন্দরবাবু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই খবর বাইরে প্রচার হওয়ামাত্র কিছু সিপিএম কর্মী ও সমর্থক ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের মনোনীত প্রার্থী বদরুল হককে চেয়ারম্যান না করার জন্য কেউ কেউ বদরুলকে অন্য দলে চলে যেতে প্রভাবিত করবে বলেও প্রকাশ্যে জানায়। পুর দপ্তরের সামনে নব নির্বাচিত কাউন্সিলারদের সম্বর্ধনা মঞ্চে কংগ্রেস থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সফর আলিকে হঠাৎ দেখা যায়। তাঁকে ঐ মঞ্চে সম্বর্ধনা জানানোর কথা ঘোষণা করেন অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলি। ফঃ ব্লকের কাউন্সিলার বসুমতী সিংহ সফরকে সম্বর্ধনা জানান। এরপর বহুবার অনেক কাউন্সিলার সমর্থন তুলে নিয়ে অন্য দলে চলে গেছেন। এর ফলে পুর এলাকার উন্নয়নে বাধা এসেছে। চেয়ারম্যান নিজের গদি নিয়ে সর্বদা আতঙ্কে থাকেন। তাই দল বদলের বেলা বন্ধ রেখে পুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জলের সমস্যা দূর করা, উপযুক্ত রাস্তা তৈরীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তিনি উন্নয়নের ব্যাপারে যে কোন সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান সুন্দরকুমার ঘোষ বলেন – (শেষ পাতায়)

পুলিশ বেষ্টিত ফরাক্কা এলাকা এখনও থমথমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক অশান্তি বর্তমানে না থাকলেও অবস্থা থমথমে। ইমামনগর হাইস্কুলে, নয়নসুখ হাইস্কুলে, ব্রাহ্মণগ্রাম জামতলা ইত্যাদি এলাকায় পুলিশের ক্যাম্প চালু আছে। বাইরের লোকজন বা যানবাহন থামিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসা, সন্ধ্যের মধ্যে দোকান পাঠ বন্ধ করে দেবার নির্দেশ যথারীতি চলছে। শক্তি পরীক্ষায় উভয় (শেষ পাতায়)

দশ টাকার ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির আকাল চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : দশ টাকার ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির আকাল যেমন ছিল তেমনিই আছে। জেলা জুড়ে আইনজীবীদের কর্ম বিরতিতে কোন সুফল হয়নি। জরুরী প্রয়োজনে মানুষকে দশ টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকার ষ্ট্যাম্প কিনে কাজ হাসিল করতে হচ্ছে। ৭ জুলাই '১০ এর আগে জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে সাপ্লাই আসবে না বলে খবর।

কংগ্রেসের আনা অনাস্থা ভেস্তে দিল বামফ্রন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান টুম্পা হাঁড়িকে পদ থেকে অপসারিত করতে কংগ্রেস অনাস্থা আনে। গত ২৪ জুন ঐ সভা ডাকা হলেও প্রধান ছাড়া যারা অনাস্থা এনেছিলেন তারা কেউই উপস্থিত ছিলেন না। যার জন্য সভা বাতিল হয়ে যায়। সিপিএম সদস্যদের বক্তব্য, প্রধান মুজিবর রহমানের ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অনেক সদস্য বীতশ্রদ্ধ। তাকে অপদস্থ (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭

ফ্যাসানে ফ্যাসাদ

রচনা : দাদাঠাকুর

[তখনকার বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে দিলেন পুরুষের মত পোষাকে-আষাকে, ক্লাব রেস্তোরায়, সমাজের সকল স্তরে সমান সুযোগ। কিন্তু তার ফলে বিপর্যয় দেখা দিল। দাদাঠাকুর সেই বিপর্যস্ত নারী স্বাধীনতার রূপটিকে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা "ফ্যাসানে ফ্যাসাদ" এর মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। বর্তমানে যাঁরা বল্‌গাহীন নারী স্বাধীনতার সমর্থক তাঁরা নির্বাচনে ৩০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষিত করেছেন। তার ফলে সে যুগের মত বিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই তাঁদের অবগতির জন্য দাদাঠাকুরের রচনাটি প্রকাশ করলাম – সম্পাদক]

উড়তে শিখান।
লজ্জা ছিল সজ্জা যাহার
পর্দা মাঝে ঠাঁই।
হায় অসভ্য হিঁদুর মেয়ে,
ফ্যাসান শিখ নাই।
সাহেবী ভাবেতে ভাবুক,
নকল নবীশ বরে,
বিয়ে দিলেন পিতামাতা
টাকা খরচ ক'রে।
ওয়াইফকে শিখাতে চান
নব্য 'এটিকেটে'।
ঘোমটা খুলে মুখ দেখাতে
লাজে মাথা হেঁট।
আগুল্‌ফ-লম্বিত-কেশ
কাঁচি দিয়ে কেটে,
'বব্‌ড্ হেয়ার' কর্‌লো বাবু
নূতন 'এটিকেট'।
চুলগুলোকে ঠুঁটো দেখে
বল্‌ছে বাবু – 'গ্রাণ্ড'
'ফ্রেণ্ড' এলে শিখিয়ে দিল
কর্‌বারে 'সেক-হ্যাণ্ড'।
পাণি-গ্রহণ ক'রে ছোঁয়ায়
বহু লোকের পাণি
ক্রমে ক্রমে ফুটলো শেষে
বোবার মুখে বাণী।
উড়োন শিখেছে।
বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না
স্বভাব ছিল আগে।
এখন কথায় ফুট্‌ছে খৈ,
তুবড়ী কোথা লাগে ?
অবাধে আজ সবার সনে
কর্‌ছে মেশামেশি,
(এখন) কর্তার 'ফ্রেণ্ড্' গোটাকত
গিন্নীরই 'ফ্রেণ্ড্' বেশী।
বাধে না আর পুরুষ সনে
এক টেবিলে খাওয়া,
'ফ্রেণ্ড্' সনে এক মোটরে
হাওয়া খেতে যাওয়া।

রাজা তোর কাপড় কোথা ?

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রথম অপরাধ যখন কেউ করে তখন যতটা বিবেকদংশন হয় (হয় কি ?) তার থেকে কম হয় পরের বার। এভাবে আস্তে আস্তে তার অভ্যাসটা হয়ে যায়। একটা সময় সে ভাবতে থাকে আমাকে এভাবেই কামাতে হবে, এতে দোষ কোথায় ! যে মরছে মরুক, আমার কি ? ঠিক একইভাবে, আমরা ছাপোষা "আমজনতা"ও চারিদিকে এইসব দেখে দেখে প্রতিবাদ না করে, প্রতিরোধ না করে মৌন সমর্থক হয়ে গেছি ওদের ঐ পাপের। প্রশাসন তো কিছু করবে না। মাসোহারা বন্দোবস্ত, না হয় শাসক দলের ব্যাপার বলে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অফিসাররা না ঘাঁটিয়ে বরং নিজেদের ভাগ থেকে বঞ্চিত থাকে কেন ? আমরা জেনে গেছি যে দলেরই হোক বা না হোক আমরা যারা গালভরা নেতা নেত্রীদের আদরের ভোটার তথাকথিত 'আমজনতা' বলে পরিচিত – আমরা শুয়োরের বাচ্চা। অন্ধকার জগতের ডন ও মাফিয়ারাই আমাদের মা বাপ। রাজনীতি, প্রশাসন, শিল্প সাহিত্য, জীবনদায়ী ওষুধ, শিক্ষাজগৎ সবই ওরা চালায়। ফলে অপরাধটা আর আণ্ডার গ্রাউণ্ডে সীমাবদ্ধ নাই। আন্ডারসনের কীর্তির মতোই তা দিনের আলোয় সংগঠিত ভাবেই সংঘটিত হচ্ছে। কি বলবো একে ! রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মতো রাষ্ট্রীয় অপরাধ ? জানিনা। দোষটা আজ আন্ডারসনের একা কেন ? যে কেন্দ্র রাজ্য সরকার সেদিন ঐ ভয়াবহ মারক গ্যাসের কারবারীকে লোকালয়ের মধ্যে কেন লাইসেন্স দিয়েছিল সে প্রশ্ন আমরা করছিনা কেন ? কেন আণ্ডারসনকে দিল্লীতে না রেখে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল ? সবাই সব জেনেও প্রণববাবুর মতো হাততালি দিচ্ছে। যাদের দোষে ২৫/৩০ হাজার মানুষ মরলো, লক্ষ লক্ষ লোক আজও অসুস্থ তাদের প্রভুর নিরাপত্তা নিয়ে রাজীব সরকার ব্যস্ত ছিলেন – এটাই তো ভারতের 'পদ্মবিভূষণ'র মুখে মানায় আর এরাই তো আমাদের নেতা।

গ্রামে গঞ্জে দেখছি বিড়ির মশলায় কাঠের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে জর্দার জল ছিটিয়ে। হলুদে নানা হলুদ রঙের নোংরা জিনিস পেষায় করে মেশাচ্ছে। সবজীতে মেজেন্টের রঙ দিয়ে টাটকা করা হচ্ছে। অক্সের মাছে লোক্যালের রক্ত। বাগরী মার্কেটের ছাতু আর পিপারমেন্টের গুঁড়োর

আজকে 'ডিনার', কাল 'টিপার্টি'
পরশু প্রীতিভোজ।
থিয়েটার ও বায়স্কোপে
'এনগেজমেন্ট' রোজ।
স্বামী যদি সঙ্গে চলে
'অব্‌জেক্‌সন' তাতে।
বলে – বাসায় কে থাক্‌বে ?
আস্‌বো না আজ রাতে।
কি গো বাবু ! ফ্যাসানের আর
আছে কিছু বাকি ?
পোষ মানে কি নিজের হাতে
শিকলী-কাটা পাখী।

নো ভেকান্‌সি

শীলভদ্র সান্যাল

দুখের কথা বলব কাকে হায়রে !
কলেজগুলোয় ভেকান্‌সি আর নাইরে –
পুত্র আমার নকুলচন্দ্র
খেল সেথায় অর্দ্ধচন্দ্র
হায়রে কপাল ! এখন কোথা যাইরে !
পিছনেতে নেই কো আমার চাঁইরে !

দেখছি তবে ভুলটা হল ভারি
পাশ করা তার হায়ার সেকেণ্ডারি
বৃথাই ছোটাছুটি করা
কলেজ গুলোর নিয়ম কড়া
তাই দেখি তার নাম লিষ্টে নাইরে !

প্রিন্সিপ্যালের মিলবে কিনা দেখা
গিয়ে দেখি, 'নো এন্ট্রি' লেখা !
বড় বাবু চোখ তুলে চান
আঙুল তুলে দরজা দেখান
এখন আমি কী করি উপায় রে !

অফিস হ'তে ফিরে এলাম চলি'
বাইরে দেখি, ভীষণ দলাদলি
ফর্ম নিয়ে সব কাড়াকাড়ি
হাতাহাতি, মারামারি ;
পুলিশ এসে ডাণ্ডা মারে তাইরে !

নকুল চাঁদের পড়ার হল ইতি !
ভর্তি নিয়ে এমনি সে রাজনীতি !
কর্তৃপক্ষ ঊর্দ্ধ নেত্র
কলেজগুলো রণক্ষেত্র
শিক্ষাকেন্দ্রে উচিত শিক্ষা পাইরে !
শিক্ষা নিয়েও সবার শিক্ষা নাইরে ।।

তৈরী বড়ি, ক্যাপসূল এখানে দেদার বিক্রি। ৫/৭ টা ওষুধের দোকান ছাড়া সবাই দু'নম্বরী জাল ওষুধ, স্যালাইন, ইনজেকশন, জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি করছে। ডাক্তারদের ৯৯% ঐ ওষুধই প্রেসক্রিপশনে লিখছে মোটা কমিশনের বিনিময়ে। দুধে জল দিয়ে গোয়ালারা গাল খায়। ডেয়ারী দুধে রোজ কায়দা করে মেশানো হয় ছানার পচা জল, বিষাক্ত কেমিক্যাল। ফ্যাটও হয়, খেতেও ভালো। শহরে যত ছানা আসছে সব 'সপন' বা অন্য সস্তা বাংলাদেশের মিল্ক পাউডার গোলা দুধের। ফলে প্রতি বাড়ীতে গ্যাস অম্বল। দোকানদাররা কেউ কেউ ঝামেলা করতে গিয়ে পারেনি। গুজিরপুরের এক বড় কমরেড এখানেও বাহাল হয়ে ছানার হোলসেলারই হয়ে গেল। ওরা যাকে যাকে গেটপাশ দিয়েছে তারাই শহরের নির্দিষ্ট মিষ্টির দোকানে ততটাই ছানা দেবে যা গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল ইউনিয়ন বলে দিয়েছে। অন্য গ্রাম গ্রামান্তরের কোনও গোয়ালা শহরে ছানা নিয়ে ঢুকতেই পারে না। অথচ মহকুমা শাসক, থানার দারোগা, নেতা সবাই ঐ জীবন হানিকর মিষ্টি রোজ খেয়ে যাচ্ছেন, এ্যান্টাসিডও চালাচ্ছেন। তবে এ অরাজকতা জঙ্গিপুরেই (৩য় পাতায়)

রাজা তোর কাপড় কোথা ?

(২য় পাতার পর)

আছে, অন্যত্র নাই। সেখানে ছানার বাজার হয়েছে মানুষের প্রতিরোধে। এখানে প্রতিরোধ করলে তাকে "সব জায়গার ঝামেলা করা পার্টি" বলা হয়। এ আমজনতার প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ড, প্রোটেষ্ট গ্ল্যাণ্ড কিছুই আর কেজো নাই। ফলে প্রস্রাব যায় বারবার কিন্তু প্রতিবাদ করে না একবারও। বাড়ীতে বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোন যারই সংযোগ নিন আপনাকে সেলামী দিতেই হবে, শক্ত জায়গা দেখলে ওরা যাকে বলে "মিষ্টি খাবার জন্যে"। খড়খড়ি আর দু'দিন পর স্মৃতির কোঠায় চলে যাবে। যারা দুঃখ পাচ্ছেন তারা বরং ছবি তুলে রাখুন। নাতি নাতনিদের দেখাবেন। রাস্তায় কচি কাচাদের হুল্লোড় আর প্রেমের ঘটা দেখে লজ্জা লাগলে দেয়ালের লেখা পড়ুন। মণিগ্রামে থার্মাল পাওয়ার হবে ২০০০ মেগাওয়াটের। শেষ হলে সে রোজ ছাই ওগড়াবে প্রায় দশ হাজার কুইন্ট্যাল। বছরে ৩০ কোটি কেজি গড়ে। এখন দুটো চালু হয়েছে। তৃতীয় ফেজ করবে 'ভেল', যারা গ্যাস ব্যবহার করবে জ্বালানী হিসাবে। চুরিটা কম হবে। ইতিমধ্যে যা হবার আঁতুড়েই লবণ দিয়ে শেষ করে রাখা হয়েছে। লোহাকে তামার রঙ করে তামার রড, কত কি ! মাটিটা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি, বাকি সব ডাঁটা সমেত খেয়ে রাক্ষসরা ফোকলা করে দিয়েছে নাড়িভুঁড়ি। এ প্ল্যান্টের পরামায়ু নিয়েই ওয়াকিবহাল মহল চিন্তিত। সে চুলোয় যাকগে। ঐ ছাই বড় ভয়াবহ সংবাদ বহন করে আনছে। এখনই দেখবেন বাগপাড়া এলাকায় প্রায় সময়ই আকাশে বাতাসে দার্জিলিং এর মত সাদা কুয়াশার কি যেন ভাসছে। এগুলো সব ধুঁয়ো নয় কিন্তু, ১০০ মাইক্রনর কম আয়তনের ঐ সব ছাই, আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম, বালিকণা ও আর্সেনিকসহ নানা বিষ দিয়ে গঠিত। খালি চোখে দেখা যাবে না। অথচ তার মারণ ক্ষমতা ভয়াবহ। আগামী জেনারেশনের জন্যে বরাদ্দ থাকবে ক্যানসার, চক্ষুহানি, হাঁপানী, এলার্জি। এ রোগ সারবে না, কেননা ভয়াবহ সব ধাতু যেমন বেরিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সিসা, দস্তা, নিকেল, কোবাল্ট সহ নানা বিষাক্ত পদার্থ। এরা হজম হবার নয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতোই তবে বোমা মেরে নয় উন্নয়নের লেবেনচুষ দেখিয়ে। ঐ এলাকার মধ্যে মণিগ্রাম, হরিরামপুর, বাগপাড়া, পাঁচনপাড়া, চাঁদপাড়া, গাদি, আরাডাঙ্গা, ভুমিহর, খেরুর এই বিষাক্ত ছোবলে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। শিল্পপতিরা পাবে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, ভাটাওয়ালারা পাবে ছাই। সেই ইঁটে বাড়ীঘর হবে। অর্থাৎ ঝাড়ের বাঁশ এসে ইয়েতে ঢোকানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে। ঐ বিষ কাউকে রেয়াৎ করবে না। কমরেড থেকে চৌধুরীর পো সিলিকন কণা একবার ফুসফুসে গেলে সিলিকোসিস্ রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য। অত ছাই নেবার ভাটা নাই গোটা জেলায়, এবং এ কাজ করা উচিৎ কিনা দুষণ দপ্তর ও কেন্দ্রীয়-রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর একবার ভেবে দেখুক। লোকালয়ে প্ল্যান্ট গড়ার যারা অনুমতি দেয় অপরাধ তাদের, আণ্ডারসনেদের নয়।

ঘুষ নেবার ও দুর্ব্যবহারের জন্যে পুলিশের বদনাম চরম। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে এ রাজ্যে এ ব্যাপারে পুলিশ ৮ থেকে ১০ এ র‍্যাঙ্কিং করছে। তার আগে যারা আছে তারা হলো রাইটার্স, জেলা শাসক দপ্তর, আর.টি.এ, পি.ডব্লি.ডি. স্বাস্থ্য, ফুড সাপ্লাই, ভূমি রাজস্ব দপ্তর ইত্যাদি। পুলিশ মুখ খারাপ করে, মারে, হাজতে ঢুকিয়ে দেয় বলে বদ প্রচারটা বেশী। একটা দারোগা এক মাসে বেতন বাদে এক লাখ টাকা কামাতে পারে না অথচ একটা ডাক্তার মিথ্যা অপারেশন করে বা কিডনি তুলে বেচে দিয়ে সপ্তাহে ২/৪ লাখ কামাচ্ছে। কাটমাণি ছাড়া এ রাজ্যে কোথাও একটা কাজ হয় না। নেতার জামাই বা ভাই না হলে, জাতপাতে মৌলবাদী না হলে অথবা নেতাদের নন অফিসিয়্যাল শ্যালক না হলে বড় কাজ হয় না। সহজ অরাজনৈতিক আদর্শবান-বতীদের ঠাঁই নাই। তাদের ভগবানই ভরসা। ওঁর তো মোবাইল নম্বর সবার জানা নাই। রামকৃষ্ণের ছিলো জানা, আমি তো ফাটা কৃষ্ণ। ছোটতে মার থেকে বাঁচতে মাষ্টারের পায়ে ধরেছি, যৌবনে বৌ এর পায়ে ধরেছি মান ভাঙ্গাতে আর খরচ কমাতে। বুড়ো হবার আগে পাড়ার আনি-দুয়ানী-সিকি-আধুলি নেতাদের পায়ে ধরেছি ছেলেটার জন্যে। ভগবানের পা ধরার সময় হলো কই। না পারলাম ভগবানকে হাত করতে না পারলাম শয়তানকে। আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম, এক কলমের খোঁচায় সব দপ্তরের সব কর্মীদের ও শিক্ষকদের পাঠাতাম জঙ্গলমহল ৫ বছরের জন্যে। মমতা তো হবে শুনছি, ওকে বলে দেখবো। আপাততঃ সেই বাচ্চাটাকে খুঁজছি যে চাটুকার, বেইমান আর ধান্দাবাজদের শত হাততালির উর্দ্ধে উঠে চিৎকার করে বলবে "রাজা তোর কাপড় কোথা"।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

পৌর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জন্য রাজ্যের বিশেষ যোজনা হবে নয়,

হচ্ছে

পৌর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে চলেছে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ

* শহরের নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে
* বাসস্থান * পানীয় জল
* বিদ্যুৎ * নিকাশি ব্যবস্থা
* দরিদ্র নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা
* স্বচ্ছতা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে নগরোন্নয়ন
* সমস্ত পৌর অঞ্চলের বস্তির সামগ্রিক উন্নয়ন
* দরিদ্র মানুষদের জন্য শতকরা ৮০% ভর্তুকিতে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ বাসস্থান তৈরির কাজ
* পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
* দ্রুত নাগরিক পরিষেবার লক্ষ্যেই-গভর্ন্যান্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মানুষের জন্য। মানুষের স্বার্থে

স্মারক নং-৬৬৮(২২) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-২৩-৬-১০

পথ দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা সিনহা গত ২৪ জুন নিজ বাড়ী মাথাভাঙ্গা থেকে এখানে আসার পথে গাড়ী দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে মারা যান। সঙ্গে তাঁর বাবা এবং এক কাকাও ছিলেন। প্রত্যেকেই ঘটনাস্থলে মারা যান। বছর দুই আগে শর্মিষ্ঠা এখানে চাকরিতে যোগ দেন। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে শিক্ষক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার প্রথম দিন শর্মিষ্ঠা সিনহার উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়।

এ্যাডভেঞ্চার এ্যাকটিভিটিস পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার ছোটকালিয়া গ্রামের রাজমিস্ত্রী মুক্তুল সেখের ছেলে মইদুল ২০০৭-০৮ রাজ্যপালের 'এ্যাডভেঞ্চার এ্যাকটিভিটিস' পুরস্কার পাচ্ছেন। জানা যায় ২০০৫ সালে মইদুল বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজে ভর্তি হন। ২০০৬ সালে এন.সি.সি.-র বিশেষ ট্রেনিং এ দিল্লী যান। সেখানে 'থল সেনা ক্যাম্প'-এ (টি.এস.সি.) বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এর স্বীকৃতিস্বরূপ আগামী ৯ জুলাই '১০ গভর্নর হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মইদুলকে পুরস্কৃত করবেন।

জঙ্গিপুর রাজনীতিতে এখনও কি (১ম পাতার পর)

নিজস্ব এলাকার উন্নতি করবে। কিন্তু বাকী ১৯টা ওয়ার্ডের সংখ্যালঘুদের কিছু উন্নতি হবে ? কেউ কেউ প্রশ্ন করেন – মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর আমলে ক'জন সংখ্যালঘু পুরসভায় চাকরী পেয়েছে ? হান্নান মাষ্টার কমিশনার থাকাকালীন দু'জন এবং আব্দুল কাদিরের সময়ে একজন এই পর্যন্ত। এইসব আলোচনায় বরজ, মহম্মদপুর, রহমানপুর, মণ্ডলপাড়া, মাঠপাড়া, ছোটকালিয়ার মুসলিম মহল তোলপাড়। বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্টের বিপর্যয় এলে অনেক সিপিএম কাউন্সিলার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নতুনভাবে পুর বোর্ড গড়ার ইঙ্গিতও প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য, নবাগত চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলামের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর বক্তব্যে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় – তিনি চেয়ারম্যানের আসনেও বসতে আপত্তি জানান। এবং মৃগাঙ্কবাবুর ব্যবহার করা চেয়ারটি শুধু তাঁর জন্যই পাশের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেন।

বিজনদাকে মনে রেখে

– কৃশানু ভট্টাচার্য্য

প্রয়াত বিজন হাজরা সে অর্থে কোনো প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন না কোনো বড়ো মাপের রাজনৈতিক সংগঠকও। কিন্তু ১৯৯৬ থেকে ২০০১ জঙ্গিপুর প্রবাসের দিনে প্রিয়জনের অনুপস্থিতিজনিত অভাব পূরণে তাঁর জুড়ি ছিল না। জঙ্গিপুর সংবাদের দপ্তরে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সেই উষ্ণতা মাখানো উপস্থিতি আজও চোখের সামনে ভাসে। চলে যাবার মতো বয়সও হয় নি বিজনদার। চলে যাবার মতো বয়স বাবলুদারও হয়নি। তবুও অনুদার দপ্তরের সেই চাঁদের হাটের দুই অন্যতম নিয়মিত সদস্যর চলে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদের সেই চাঁদের হাটে আয়োজনের বাহুল্য ছিল না। মাঝে মধ্যে চা, কখনো চপ আর মুড়ি – এই ছিল সংগত। কিন্তু গায়ক গায়িকার নিজস্ব কণ্ঠ মাধুর্য্যে যেমন অনেক অভাবই পূরণ হয়ে যায়, আমাদের সবার উত্তপ্ত বাদানুবাদে মাঝে মধ্যেই সেই চাঁদের হাট ঝলমল করে উঠতো। সবসময় মতের মিল হতো তা নয় – বরং উল্টোটাই বেশী হতো। আমি তখন বীমা কর্মী। স্বভাব বামপন্থী। কাজেই লাগতো বিরোধ শুরু হতো চুক্তি, যুক্তি, আক্রমণ আর আত্মপক্ষ সমর্থনের ঝড়ে উড়ে যেত সময়। সন্ধ্যার সেই অপ্রতিরোধ্য গলাবাজিতে মুখরিত হতো পত্রিকা দপ্তর। বিজনদার অনুপস্থিতিতে আজ সেই চাঁদের হাটের জৌলুস কমে গেল। ১৯৯৬ এর সেপ্টম্বরে জানতাম না রঘুনাথগঞ্জ কোথায় ? দাদাঠাকুরকে জানতাম, তবে জানতামনা তার দেশ। বিধির লিখন এই যে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ থেকে রঘুনাথগঞ্জ হয়েছিল আমার ঠিকানা। সেই প্রবাসে প্রথম মাস বাদ দিয়ে ২০০১ এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কখনই একঘেয়ে ক্লান্তিকর মনে হয় নি। সেখানকার যারা দূরকে অবলীলায় নিকট বন্ধু করে নিতে পারেন, আর পরকে আপন। মনে আছে বিদায় বেলায় জঙ্গিপুর ভিক্টোরিয়া পাঠশালার শিক্ষক সমরনাথ ব্যানার্জীর দেয়া উপহার। একটি কাঁসার থালায় লিখে দিয়েছিলেন – 'তবু মনে রেখো'। একটি বিশেষ কলম উপহার দিয়ে বাবলুদা (প্রয়াত বাবলু ব্রহ্ম) বলেছিলেন কলম হাতে আপোষ না করতে। আজ যখন প্রতিনিয়ত ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্যই চারপাশের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, তখন এই ধরনের মৃত্যু সংবাদ নিঃসন্দেহে নাড়া দিয়ে যায়। ২৮শে আগষ্ট সে ধরনেরই নাড়া দিয়ে যাওয়া একটা দিন। জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ মনে আছে, মনে আছে বাবলুদা, সুব্রতদা কিংবা প্রথম আশ্রয়দাতা প্রদীপ গুপ্তকেও। খোকনদা – মনে তো রাখছি। প্রতি পদেই, প্রতিটি নির্জন মুহূর্তে। কিন্তু যাঁদের মনে রাখছি তাঁরা চলে গেলে মন খারাপ হয়। মনের ভিতরে দু' এক পশলা বৃষ্টিও নামে।

কংগ্রেস থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সফর (১ম পাতার পর)

যে গুরুদায়িত্ব তাকে দেয়া হলো তা পালনে এলাকার মানুষের সহযোগিতা তিনি চান। ধুলিয়ানের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি বিরোধী পক্ষের মতামতকেও গুরুত্ব দেবেন বলে জানান। ভাইস চেয়ারম্যান ফঃ ব্লকের তুষারকান্তি সেন পেশায় একজন রেশন ডিলার। তিনি এই প্রথম সরাসরি রাজনীতিতে এসেছেন। তাঁর দাদা প্রয়াত তরুণকান্তি সেন একসময় ধুলিয়ানের চেয়ারম্যান ছিলেন।

পুলিশ বেষ্টিত ফরাক্কা এলাকা এখনও থমথমে (১ম পাতার পর)

সম্প্রদায় নাকি প্রস্তুতি নিচ্ছে জোর কদমে। তার জন্য ব্যাপক চাঁদাও সংগ্রহ চলছে। এরজন্য উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছেন বলে খবর। এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পুলিশ ক্যাম্প আপাতত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন বলে জানা যায়।

কংগ্রেসের আনা অনাস্থা ভেস্তে দিল বামফ্রন্ট (১ম পাতার পর)

করতেই তাঁরা কেউ আসেননি। প্রধানের দুর্নীতি নিয়ে সিপিএম আন্দোলনে নামছে বলে জানা যায়।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।